বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও আমাদের চিন্তন

আবিদা ফারজানা
শ্রেণি : একাদশ (বিজ্ঞান), রোল : ১২৬

বঙ্গবন্ধুর নাম শোনেনি এমন মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যেমন দুষ্কর, ঠিক তেমনি বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর জীবনী জানে না এমন মানুষের সংখ্যাও অতি নগণ্য। আবার সকলের মধ্যে অতি সাধারণ একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তা হলো সবাই চায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলতে। সবার চাওয়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা। কিন্তু বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য প্রয়োজন তাঁর উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা। এই বিষয়টি সবার আগে বিবেচনায় আনা দরকার। তাই মুজিব বর্ষের সকল লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে একটুখানি ভিন্ন রূপে সবার সামনে তুলে ধরার ইচ্ছা থেকেই লিখছি "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন।"

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ব্যতীত তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাওয়ার চেষ্টা অনেকটা মূলবিহীন বৃক্ষের মতো। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, উন্নয়নের পথের সঠিক সূচনা হতে পারে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে। কেননা মানুষ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সঠিকভাবে জানতে পারলে তবেই হতে পারে সোনার বাংলা গড়ার দক্ষ কারিগর। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– "A good beginning is half done." অর্থাৎ সুন্দর শুরু কোন কাজের অর্ধেক সাফল্য এনে দেয়।" তাই সবার আগে উন্নয়ন দর্শন জানা অত্যাবশ্যক।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়- মানুষের উন্নয়ন, কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন শব্দটি একটি ব্যাপক ও বিশাল বিস্তৃত প্রত্যয়। একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে আমরা মোটের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের সমন্বিত রূপকেই বুঝি। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন এই দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে ঘিরে।

তাঁর উন্নয়ন দর্শনে লেগে আছে এদেশের পলিমাটি ও নদীর মিঠা পানির গন্ধ, যা বাঙালির স্বকীয়তাকে তুলে ধরে এবং আত্মজাগরণের প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করে। উন্নত দেশ বলতে আমাদের চোখে যখন পশ্চিমা দেশের সংস্কৃতি সমেত উঁচু উঁচু বিল্ডিং ভেসে ওঠে তখন বঙ্গবন্ধু ভেবেছেন- তাঁর নিজ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বহন করে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ, যেখানে আমরা অন্যদের নয় বরং অন্যরাই আমাদের বাংলাদেশকে অনুসরণ করবে। আজ যেখানে শতভাগ ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে আমরা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি সেখানে বঙ্গবন্ধু নীতিবান ও আদর্শবান মানুষ দ্বারা শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত দেশ চেয়েছেন। তিনি সেখানে সফলও হয়েছেন। তাইতো জাপান ও জাপানের জনগণ আজও আক্ষেপ ভরে বলে, "মি. রহমান (বঙ্গবন্ধু) বেঁচে থাকলে এতদিন বাংলাদেশ হয়ে যেত আজকের জাপানের কাছাকাছি। তাঁর বিচক্ষণতা অন্যান্য বিশ্বনেতাদের চেয়ে কম ছিল না।" বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ছিল অনেক বিস্তৃত। একটি শোষণহীন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর উন্নয়ন দর্শনের মূল ভিত্তি। বঙ্গবন্ধু মূলত মানুষের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সুরক্ষা স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে চেয়েছিলেন এমন এক বাংলাদেশ যেখানে জন্মসূত্রে কেউ দরিদ্র থাকবে না, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী।

আজ আমাদের ভাবনা ও বঙ্গবন্ধুর চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য অনেক। বঙ্গবন্ধু যেমন বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করে গেছেন আমরা তা পারিনি। তাই স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরেও আমরা এত পিছিয়ে রয়েছি। তবে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন। এখন শুধু দরকার প্রতিটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। তবেই একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

মো. শিয়াবুজ্জামান
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বাংলাদেশ ও রাজনীতির অমর কবি ‘বঙ্গবন্ধু’

হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনিই বাঙালির শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী নেতা। বাঙালির সম্মিলিত চেতনায় জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। গণতান্ত্রিক মূল্যচেতনা, শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূল কথা। জাতীয়তাবাদের এই মূলমন্ত্রকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বাঙালির চেতনায়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে, নিজের স্বার্থকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছিলেন অবলীলায়। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, দেশ ও জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এ কারণেই বোধ করি- মনীষী অন্নদাশংকর রায় বাংলাদেশের আর এক নাম রেখেছেন ‘Mujibland’. এক অর্থে বঙ্গবন্ধুই একটা পর্বের বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁর জীবন ও কর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশেষ সময়খণ্ডের কথা আমরা জানতে পারি।

শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন দেশকে স্বাধীন করতে। এই মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন কিশোর বয়স থেকেই। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন প্রতিবাদ, সর্বদা বলেছেন সত্য ও ন্যায়ের কথা এবং হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক।

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা বজ্রকণ্ঠ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে তাঁর ভাষণ ছিল গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে এক ঐতিহাসিক দলিল। একটি ভাষণ একটি জাতিকে জাগ্রত করেছে সকলকে মিলিয়েছে এক বিন্দুতে। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাসের সেই মহান যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের প্রধান শক্তির উৎস। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে, সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে বঙ্গবন্ধুর নামটিই ছিল ভরসার স্থল, তাঁর নামটিই ছিল শক্তি, সাহস ও ভরসার অবিরল উৎস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনন্য স্থপতি। দীর্ঘ সাধনায় বাঙালির মানসলোকে তিনি সঞ্চার করেছেন স্বাধীনতার বাসনা।

উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত একটি ঘুমন্ত জাতিকে তিনি জাগ্রত করেছেন, তাদের করে তুলেছেন স্বপ্নমুখী, রক্তমুখী, মুক্তিমুখী। এই যে একটি জাতির মানস প্রকল্পকে জাগিয়ে তোলা, এটাই বঙ্গবন্ধুর অক্ষয় অবদান। ঔপনিবেশিক অবকাঠামোর মধ্যে তাঁর মতো নেতার জাগরণ রীতিমতো বিস্ময়কর। পুরো বদ্বীপকে, পুরো দেশকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন, আর এজন্যই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ আজ এক সুতোয় গাঁথা। একটি অপরটির পরিপূরক। একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোনো পথ নেই। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অর্থে আজ সমার্থ হয়ে গেছে। অনেক বিদেশীর কাছে বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু। এ কথা আমরা প্রায়শ শুনে থাকি।

দেশকে ভালোবাসতেন বলে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছেন ঐক্যবদ্ধ বাঙালির। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল তাঁর মজ্জাগত, মানবিক চেতনায় তিনি সর্বদাই ছিলেন উচ্চকিত। তিনি ছিলেন বাঙালির ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির ধারক। মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে তাঁর কাছে সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে মানব পরিচয়।

কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি নয়, বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বস্তুত, তাঁর সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বাঙালির জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টি হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তিনি রেখেছেন বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার পরিচয়, তেমনি জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সে-পরিচয়কেই করে তুলেছেন আরো প্রগাঢ়।

হেমিলনের বংশীবাদকের মতো বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের সেই ভাষণের সফল অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ। কবি নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে দেখেছেন অমর কবিতা হিসেবে। আর বঙ্গবন্ধুকে অভিহিত করেছেন কবি হিসেবে। তিনি তাঁর 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার শেষাংশে লিখেছেন,

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি;
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধু হলেন রাজনীতির কবি। শুধু নির্মলেন্দু গুণ নন, পশ্চিমা বিশ্ব তাঁকে বলেছে 'Poet of Politics.' ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে বিখ্যাত 'নিউজ উইক' পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে এ উপাধি দেন। রাজনীতিকে তিনি সৃষ্টিশীল চেতনা দিয়ে নিজের হাতে আকার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয়নি। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে, শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে, প্রকৃত দেশপ্রেম নিয়ে সচেতনতার সঙ্গে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, এতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন হবে প্রতিষ্ঠিত। আর সেটাই হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

শামীম আল-মামুন সরকার
প্রভাষক (বাংলা)

ট্রাজেডি শ্রাবণ

বাংলায় কথা বলা বাঙালি সন্তান ঘোর পাপী হলো তারা
পিতারে করি নিধন সবংশে, কপালে কলঙ্ক চিন
ইডিপাস হায় নির্বাক আজ, বাজিলো ট্রাজিক বীণ
নিজেদের বানালো পিতার খুনী, জাতিরে পিতৃহারা।
অভিশাপ তাই হে পাপীদল, তোমরা এ যুগের কংস
এতিম করিলে মোদের যারা, সমূলে হও সব ধ্বংস।

গ্রিক ট্রাজেডির ইডিপাস পিতৃহন্তারক হয়েছিল নিয়তির নির্মম পরিহাসে, তবে বাংলার সূর্যসন্তানসম পিতাকে হত্যাকারী ঘোরতর পাপীদেরকে এরিস্টটলীয় বা শেকস্‌পীয়রীয় কোনো ট্রাজেডির চরিত্র হিসেবেই কল্পনা করা যায় না। যতোই যুক্তি তারা দেখাক না কেন, সেগুলো ধোপে টিকবে না। এ তো হঠাৎ করে মহানায়ক হওয়া নয়, তিল তিল করে তিনি হয়েছেন খোকা থেকে মুজিব, মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন, হয়েছেন সকলের 'প্রিয় মুজিব ভাই'। টাকা বা বুলেট দিয়ে কি ভালোবাসা কেনা যায়? না, মুজিব তা কিনেছিলেন মৃত্তিকাসংলগ্ন হয়ে জনতার মাঝে প্রীতির সাঁকো তৈরি করে। যাঁর যৌবনভরা উত্তাপ দিয়ে ভাষার সম্মান ফিরে পাওয়া, প্রৌঢ়ত্বে তাঁরই মুখনিঃসৃত মুক্তির সনদই তো 'ছয় দফা', বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ-বিকাশও তাঁরই হাত ধরে। মসনদের লোভ তাঁকে মোহাবিষ্ট করেনি, তাঁরই ঔরসেই তো স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। মহা শৌর্য-বীর্যের আধার, সাধারণের মাঝে অসামান্য যে মানুষটি নিজের চষা জমিতে সোনাধান ফলাতে ব্যস্ত ছিলেন, সে জমিতেই লুটালো তাঁর সোনাদেহ; রক্ত গড়ালো বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। যে জাতিকে তিনি বুক দিয়ে আগলে রাখলেন তারই মধ্যে থেকে কিছু কুলাঙ্গার তাঁকে সপরিবার হত্যা করবে পিতা হয়ে দুঃস্বপ্নেও তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আবার সেই ইতিহাসের চোরাগলি-জেনারেল ডায়ারের সাহস হয়নি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার, পাপ করেছে ভারতীয় নথুরাম গডসে, তেমনি

পাকিস্তানি কসাইচক্র হত্যা করতে পারেনি বঙ্গবন্ধুকে, হত্যা করলো এদেশেরই কিছু উচ্ছৃঙ্খল বিপথগামী। তাইতো শ্রাবণের ঘনঘোর বরিষায় জীবনানন্দের রূপসী বাংলা-গুরুদেবের সোনার বাংলা রক্তরঞ্জিত হলো। এ যেন গ্রিক ট্রাজেডির মহা বিয়োগান্তক মঞ্চায়ন- 'ট্রাজেডি শ্রাবণ'।

বাঙালিকে পশ্চাৎপদ করে রাখতে বা আজন্ম ক্রীতদাস হিসেবে যারা দেখতে চেয়েছিল, সেই দেশি-বিদেশি অপশক্তির কূটচালে, তাঁর আশেপাশে থাকা কিছু বেঈমানের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজনীতির রাখাল রাজার বাঁশি থামলো এই শ্রাবণে। তাই এই শ্রাবণে শোকবারি পতনের শব্দ শুনি। এই শ্রাবণের আকাশ উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতনের ফলে আঁধারঘেরা আকাশের সমার্থক নাম। তবে পিতৃহত্যার দায় কি সহজে খণ্ডানো যায়? তাদের দণ্ডে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে কিন্তু কোনোদিন শোকমুক্ত হতে পারবে কি? জানি পারবে না। একটি নিকষ কালো অন্ধকার বা শূন্যতাবোধ আমাদের কেবলই তাড়া করে। বাংলার মাটিতে আগুনের ফুলকি হয়ে জন্ম নেয়া সেই রাজনীতির কবিই তো তাঁর ভাষণে আর্ফিয়ুসের বাঁশি বাজাতেন, মুখে কোনো ভণিতা ছাড়াই বলতে পারতেন "ভাইয়েরা আমার"। যিনি আমাদের দিলেন স্বাধীন দেশ, লাল সবুজের পতাকা তাঁকেই কিনা হত্যা করলো এদেশেরই কিছু মানুষ। শ্রাবণের এই ট্রাজেডি বীভৎস, নারকীয় এক যন্ত্রণার কাছাকাছি নিয়ে যায় আমাকে। যে কোনো ট্রাজেডিতে মানবচিত্তে করুণা ও ভীতির জন্ম দিয়ে হয় তার ভাবমোক্ষণ। কিন্তু এ বিয়োগবিধুর শ্রাবণ ট্রাজেডি আমার চিত্তে করুণা ও ভীতির জন্ম দিয়েছে, বিপুল বিস্ময়ে শোকস্তব্ধ হয়েছি, তবে চিত্তের ভাবমোক্ষণ তখনই ঘটবে, যখন এদেশের বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম কিছু অনুষঙ্গকে হৃদয়ে ধারণ করে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

* খোকা যেহেতু শৈশব থেকে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, সেহেতু এদেশ হবে মানবিক বিশ্বের একটি উদাহরণ। কারণ ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নে শেখ মুজিব জানান- তাঁর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হল তিনি মানুষকে ভালোবাসেন আর সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা হল তিনি মানুষকে বড় বেশি ভালোবাসেন।
* প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হবে জনগণসংলগ্ন। কারণ মুজিব তো মেঠো বাংলায় মুহূর্তে সকলকে আপন করে নিতে পারতেন, সবার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে পারতেন।
* ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয় সমতুল্য। আর এভাবেই আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।" তাই আগামীর প্রজন্ম গড়ে উঠবে পাহাড়সম ব্যক্তিত্ব নিয়ে।
* বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে সমুন্নত রেখে বাংলা গড়ে উঠবে সোনার বাংলা হিসেবে, মানুষ গড়ে উঠবে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে।
* একটি দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন ঐক্য ও সম্প্রীতি। বঙ্গবন্ধু তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, "আছে আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।" তাই আমাদের জাতিগত ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে- এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।
* পিতার মত সন্তানেরাও লোভ-মোহের উর্ধ্বে উঠে দেশগড়ায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। তিনি সকলকে সৎ ও আদর্শবান হওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন তার অনুসরণ করবে সবাই।
* যে মহান আত্মত্যাগের মহিমা তিনি সৃষ্টি করলেন, তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিবর্তে প্রগতিশীলতার পথে ধাবিত হবে আগামীর সৈনিকেরা। এ সকল প্রত্যাশা মুজিব শতবর্ষের।

"এ পথে হোক তিমির হনন, ফুটে উঠুক আলো
শোক পরিণত হোক শক্তিতে, কদর্যে আসুক ভালো।
এ সরণিতেই বিমোক্ষণ মম, হরষ ধরা দেবে আসি
ওপার হতে পিতা পুরুষোত্তম, চাহিবেন নিয়া হাসি।"

A TRIBUTE TO THE FATHER OF THE NATION

Farah Hasan Lana
Class: IX (EV)
Roll: 06

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, THE FATHER OF THE NATION

One blissful day of nineteen-twenty,
Brought a beautiful light in the hopeless lives of Bangalees.
That time was dark, cursed and unwanted.
People were shattered, wretched and haunted.
A boy of golden heart
Came up on earth
With a new vision of golden Bangladesh.
He walked on cobblestones
And paved us the strongest rug
With every of his wisest pace.
He was a humanitarian.
He kept humanity over
Skin color, religion and race.
He became the voice of the silent.
He remained resilient,
No matter what happened.
He fought for the rights
Of the anonymous people
Till the end.
Maybe, these are the reasons
That make Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman,
'The Father of the Nation'.

THE GREAT PERSONALITY

Fawin Ahmed Hridi
Class: IX(EV), Roll: 03

Hundred years ago, a brave Bengali child was born,
Everyone knew him as a boy of pious heart.
Blessed is that man on whose name showers
Sheikh Mujibur Rahman
Whose voice shook the whole world.
It's he who was a golden star,
Who felt the sensation of the left-out people.
The light of hope of millions of depressed folks.
He was none other than Sheikh Mujibur Rahman,
Initiator of existence of languished lives.
You dwell in hearts of millions,
Oh, the architect of our nation!
Friend of Bengal-Bangabandhu, unforgettable Bengali,
Undoubtedly- you are the great personality.

BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

Sadia Tithi Nur
Class: X (EV), Roll: 23

On 17th March,1920 a golden star came into this world,
As a man.
He is none other than Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
Bangabandhu is Bengali forever, friend, father, dreamer.
He has a team, no likes,
There is no religion, no cast, no colour,
There is only an identity,
"Bengali ".
Staying in the world,
He has gifted us an independent nation.
When he understood the importance of Liberation War
He declared the War of Independence.
He is our father of the nation
"Bangabandhu ".
Poetry in the name of Bangladesh,
It's composed...
But his life will be "Bangabandhu".
If there is a song, there will be a melody.
"Bangabandhu..... "

THE DREAM OF AN ADOLESCENT

Rukaiya Noureen Laura

Class: XI (EV), Roll: 11

Dreams give us the hope to live. It sets a goal for us to achieve and we knowingly or unknowingly set our feet to reach for it. A weird sensation prevails in our chest until we achieve our dreams. The bigger the dream, the more hustle we need to face for it. Though we all dream, a few among us have the heart or the chance to achieve our craziest or most unrealistic dreams. One of the people among those invincible ones, is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He dreamt of a free Bangladesh and managed to accomplish it .

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's anticipation for a free nation didn't emerge overnight. His initiation of such a big dream started from his earlier days. Sheikh Mujibur Rahman was an incredible person, we all know it. He was a brave man with a strong personality and he had always been like that from his childhood. He was a strong-willed kid and never backed down when it came to raising his voice to any kind of unjust or immoral activity. He was quite obstinate and had a group of followers of his own, which he led himself. We can't really complain about his obstinacy though. It is because that's what gave life to his tendency of never giving up.

Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, always wanted to be a leader for those who were distressed and downtrodden in the country. He wanted to guide people and help them in any way he could. Everyone knows about these qualities of him. But along with these, he was an equally passionate and kind person. He always considered others' happiness, sorrows and needs over anything else. His dream of a free Bangladesh started from something much simpler than his very dream. His kind heart just wanted to free people from oppression and injustice. He wanted the people of his country to dwell in peace, that's all. His young heart didn't know about the countless intolerable levels of hardship that he had to go through for achieving that dream.

While growing up, he eventually realized that achieving his dream won't be easy. The only way to achieve it was to rebuild the whole idea of running the country. For that, he had to take part in politics. While stepping into the realm of politics, he knew he had taken the first of many steps that'd lead him towards his dream. He also understood that this was merely the beginning of his hardship as the then Bangladeshis had to survive the imposed ethics of the west Pakistani politicians. But still, he didn't give up on his dream, rather kept dodging on whatever obstacles came to his way.

He went from a brave, young adolescent having an exquisite dream to a man making history over many struggling years, sleepless nights and tremendous hard work. What kept him going on was his sheer willpower and that restless feeling that crept inside his heart reminding him on a daily basis, to never give up until he fulfilled his dream. Dreamers like him set visions for us to keep dreaming on and not stop until our dreams come to life.